মরণ রহস্য

মরণ-রহস্য ।

মরণ-রহস্য।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি. এল.

প্রণীত।

কলিকাতা

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

ইণ্টারন্যাশনাল্ পব্‌লিশিং কোম্পানী হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৭।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাহারা মরণ-রহস্য সম্যকরূপে অবগত হইয়া,

লোকহিতে—সমাজহিতে—দেশহিতে

আপনাদের

জীবন পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন,

তাঁহাদেরই উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলে, মনুষ্যমাত্রেরই মনে মরণের কথা উদিত হইয়া থাকে। আমাদেরও সেই সন্ধিস্থল নিকট হইয়া আসিতেছে। কাজেই মরণের কথা যে মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে উদিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রকৃত কথা, তাহাতেই মধ্যে মধ্যে চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে বলিয়াই আমরা মরণ-রহস্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক সংস্কার ও শাস্ত্রবাক্যানুসারে আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দার্শনিক যুক্তি বা তর্কের দ্বারা আমরা মরণ-রহস্যকে জটিল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি নাই। সহজ কথায় কেবল সিদ্ধান্তগুলি দেখাইবারই চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। তবে, সে গুলি বুঝাইবার জন্য যে পরিমাণ যুক্তির প্রয়োজন, তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। মরণ-রহস্য সম্বন্ধে নানাদেশের দার্শনিক পণ্ডিতেরা নানা ভাবে আলোচনা করিয়া-

ছেন। আমরা কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কার ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারেই আপনাদিগকে চালিত করিয়াছি। তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে সকলে তাহারই একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। আমরা আজ কাল মরণের ভয়ে কিছু অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তজ্জন্য অনেক সময়ে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই পুস্তকে মরণভয়কে উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য পালনের জন্য সকলকেই অনুরোধ করা হইয়াছে। যদিও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণেরই ইহা পাঠ করিতে ঔৎসুক্য জন্মিবে, তথাপি যাহাতে সকলেই ইহা পড়িতে পারেন, সেইরূপ সহজ ভাবেই লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল যে পরিণত বয়স্কগণেরই মনে মরণের ভয় উদিত হয়, এমন নহে। মরণ কোন সময়ে না কোন সময়ে সকলকেই ভয় দেখাইয়া থাকে; সুতরাং সকলেই ইহা পাঠ করিয়া, যাহাতে মরণের ভয় উপেক্ষা করিতে পারেন, তাহারই জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সকলকেই ইহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু আমাদের অনুরোধ রক্ষিত হইবে কি না, বলিতে পারি না।

কারণ, আজকাল আমাদের দেশে যেরূপ নানা ভাবের স্রোত বহিতেছে, তাহাতে আমাদের অনুরোধ যে ভাসিয়া যাইবে, ইহাই মনে হইতেছে। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে, ভর্ত্তৃহরির সেই অমর বাক্য স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিব।

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্॥"

২রা আশ্বিন,
১৩১৭

গ্রন্থকার।

মরণ-রহস্য।

তোমরা মরিতে ভয় পাও কেন ? মরণের কথা মনে হইলে, তোমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কেন ? মৃত্যুর বিভীষিকায় তোমরা মরণের পূর্ব্বে মরিয়া যাও কেন ? আর তোমরাত মরিয়াই আছ, তবে আবার বাঁচিবার সাধ কেন ? যাহাদের বাল্যে মৃত্যু, যৌবনে মৃত্যু, বার্দ্ধক্যে মৃত্যু, তাহাদের জীবন কোথায় ? ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মৃত্যুর ছায়া যাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়, সূতিকাগৃহে যাহা-দের ললাটে বিধাতা পুরুষ 'অকা···-মৃত্যু'

লিখিয়া রাখেন, যাহাদের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে অনবরত মরণ-লীলা, তাহারা আবার মরণকে ভয় করে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? জন্মিবামাত্র যাহাদের দেহে মরণের চিহ্ন প্রকাশ পায়, সমস্ত জীবন যাহারা মরণের মধ্যে অবস্থিতি করে, মরণ যাহাদের আমরণসঙ্গী, তাহারা মরিতে ভয় পায় কেন? তাই বলি, তোমরা মরিতে ভয় পাও কেন?

দেখ মরণ জীবের ধর্ম্ম। "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ" একথা কি শুন নাই? "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" একথা কি মনে পড়ে না? যাহা জীবের ধর্ম্ম, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশ পাইবেই পাইবে; তবে তোমরা তাহার জন্য এত ভীত হও কেন? অথবা তোমরা জীব নহ, শব। যদি তোমরা প্রকৃত শবই হইয়া থাক, তবে ত মরিয়াই আছ; সুতরাং মরণের ভয় কেন? জীবনের পূর্ব্বে যখন মরণ তোমাদিগকে

আলিঙ্গন করিয়াছে, তখন তোমরা আবার তাহার জন্য ভয় পাও কেন? জীবমাত্রেই মরণশীল। একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে। কেহ আজ মরিবে, কেহ কা'ল মরিবে, কেহবা পরশ্ব মরিবে। চির-দিন কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না। বাঁচিবার ইচ্ছা জীব বা মানবমাত্রেরই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চিরদিন যে কেহই বাঁচিবে না, ইহাও তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রত্যহ অসংখ্য জীব আমাদের চক্ষুর সমক্ষে মরণের পথে চলিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লালায়িত হওয়া কর্ত্তব্য? তাই বলি, যখন চিরদিন কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না, একদিন না একদিন সকল-কেই মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য এত ভয় পাও কেন?

বাস্তবিক তোমরা মরিতে ভয় পাইও না। মরণ স্বাভাবিক, বরং জীবনই অস্বাভাবিক

বলিয়া বোধ হয়। জীবনের স্থিরতা সন্দেহময়; কিন্তু মরণ নিশ্চয়ই যে এক সময়ে না এক সময়ে দেখা দিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবন সর্ব্বদা টল্ টল্ করিতেছে। জল-বুদ্বুদ যেমন ক্ষণ-স্থায়ী, জীবের জীবন-বুদ্বুদও সেইরূপ। নিমিষে উঠিতেছে, আবার নিমিষে মিলাইতেছে। শিশুর হাসি, যুবার উদ্যম, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, এই আছে, এই নাই। আজ যাহাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ-চিত্ত দেখিতেছ, কা'ল হয়ত তাহাকে দেখিতে পাইবে না। কা'ল যে ব্যক্তি আশার মন্দিরে উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বালিয়া, নিজের অন্ত-র্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগৎও আলোকময় করিতে-ছিল, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, আজ হয়ত মরণের ঝটিকা তাহার সে বর্ত্তিকা নিভাইয়া, তাহাকেও অন্য জগতে নিক্ষেপ করিয়াছে। মরণ আসিবেই আসিবে, জীবনও যাইবেই যাইবে, ইহাই জগতের নিয়ম। এ নিয়ম

লঙ্ঘন করা তোমার আমার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। নিয়মে জগৎ চলিতেছে, আমরাও নিয়মের অধীন। বিশ্বকর্ত্তা যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে নিয়মে সকলকেই চলিতে হইবে। জীবন-মরণও সেই নিয়মে চলিতেছে। তবে ভাই, মরণের জন্য এত ভয় পাও কেন?

আমরাও বলিয়া আসিতেছি যে, মরণই জীবের ধর্ম্ম এবং সকলকেই মরিতে হইবে। কিন্তু মরণ কি? এবং মরেই বা কে? ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা উচিত। যিনি প্রকৃত মরণ-ব্যাপার বুঝিতে পারেন, তাঁহার আর কোন কালে মরণের ভয় থাকে না। তাই বলি, তোমরা কি একবার মরণ-রহস্যটি বুঝিতে চেষ্টা করিবে না? একদিন ভারতবর্ষে সকলেই এই মরণ-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাই ভারতে মরণের ভয় ছিল না। প্রকৃত তত্ত্ব সকলে বুঝিতে সমর্থ হউন বা না হউন,

বুঝিবার জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা সকলেই করিতেন। তাই তাঁহারা মরণকে সেরূপ ভয় করিতেন না। তোমরা সে সব ভুলিয়া গিয়াছ, তাই সর্ব্বদা মরণের ভয়ে তোমরা মরিয়া যাইতেছ। যদি প্রকৃত মরণ-রহস্য বুঝিতে পার, অন্ততঃ বুঝিবারও চেষ্টা কর, তাহা হইলে, তোমাদের এত ভয় থাকিবে না। তাই বলি, একবার মরণ-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে মরণের ভয় তোমাদের হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবে।

এক্ষণে মরণ-রহস্য কি বলিতেছি শুন, সঙ্গে সঙ্গে জীবন-রহস্যও বুঝিতে পারিবে। তোমরা পক্ষীর নীড় বাঁধা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। চঞ্চুপুটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ সংগ্রহ করিয়া, কেমন তাহারা আপনাদের বাসোপ-যোগী বাসাটি নির্ম্মাণ করে। কিছুকাল তাহার মধ্যে বাস করার পর সেটি জীর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে

আবার বাসা বাঁধিতে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ তুমি আমি এই সংসার-মহীরুহে আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-চঞ্চু দ্বারা জড়জগৎ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সংগ্রহ করিয়া, এই দেহ-রূপ নীড়টি বাঁধিয়া বসিয়া আছি। যখন এটি জীর্ণ হইতে আরম্ভ হইবে, তখন ইহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া, আর একটি নীড় নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে হইবে।* এই জীর্ণ নীড়টি পরিত্যাগ রূপ ব্যাপারের নামই মরণ, আর তাহাতে অবস্থিতির নামই জীবন।

এক্ষণে সংস্কার কাহাকে বলে শুন। আমরা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যাহা কিছু করি, সেই ক্রিয়া-গুলি শূন্যে বিলীন না হইয়া, আমাদের মধ্যে সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে। তাহাদের সেই সূক্ষ্মাবস্থার নামই সংস্কার। সেগুলি সর্ব্বদা অনুভূত হয়

---

* "ইমমৌশনসং ত্যক্ত্বা দেহং মন্দরকন্দরে।
প্রযাতো বৈবুধং সদ্ম নীড়োড্ডীনঃ খগো যথা॥"
(যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতিপ্রকরণ, ১০ম সর্গ)

না বলিয়া, আবার তাহাদিগকে অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বলে। এই অপূর্ব্বের সহিত দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে জীবন, আবার সে সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে মরণ।* সুতরাং তুমি আমি মরি না; তুমি আমি চিরকালই আছি ও থাকিব। আমাদের অপূর্ব্বের সহিত এক এক জন্মের দেহেন্দ্রিয়ের যে মিলন হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব মিলনটি ভাঙ্গিয়া যায়। মরিতে সেই দেহেন্দ্রিয়ই মরে। কিন্তু মরিয়া তাহারা কোথায় যায়? যাহা হইতে তাহাদের কণাংশ গৃহীত হইয়াছিল, আবার তাহারা তাহাতেই মিলিয়া যায়। সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, সংসারে মিলন ও বিচ্ছেদ বা সংযোগ ও বিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যখন আমাদের সহিত জড়জগতের মিলন হয়, তখনই আমরা তাহার জীবন নামকরণ করিয়া

* "অপূর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।"

থাকি। আবার যখন তাহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে, তখনই আমরা তাহাকে মরণ বলিয়া অভিহিত করি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মরণ বলি, তাহা জড়জগতের স্থূলাবস্থার সহিত আমাদের বিচ্ছেদমাত্র *। কিন্তু জড়জগতের সহিত একেবারে সম্বন্ধ ঘুচাইতে হইলে মহামরণের আবশ্যক। দার্শনিকেরা তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। যে মরণে আমাদের সহিত জড়জগতের কোনই সম্বন্ধ থাকে না, তাহাই মোক্ষ। মোক্ষের কথায় আমাদের কাজ নাই, আমরা মরণের কথাতেই মনোনিবেশ করিতেছি। কারণ, আমরা তাহারই বিভীষিকায় সর্ব্বদা মরিয়া যাইতেছি।

মরণ ও জীবনের কথা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি শুন। মরণ বিভীষিকার বস্তু

* "ন পৃথ্ব্যাদি মহাভূতগণা ন চ জগৎক্রমাঃ।
মৃতানাং সন্তি তত্রাপি তথাপ্যেষাং জগদ্ভ্রমাঃ।"
(যো, বা, মুমুক্ষুব্যবহারপ্রকরণ ৩য় সর্গ)

নহে। জীবন ও মরণ অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের রাজ্যে জীবন ও মরণ এক একটি পরিবর্ত্তনের অবস্থা মাত্র। সংসার পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং সংসারের প্রতি বস্তু ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? অনন্ত বিশ্বের যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই দেখিবে পরিবর্ত্তন। ভূমিতে বীজ পড়িল, বৃক্ষ হইল, বৃক্ষের ফুল হইল, আবার তাহা ফলে পরিণত হইল, সেই ফলমধ্যস্থ বীজ আবার ভূমিতে পড়িয়া বৃক্ষের আকার ধারণ করিল। মানুষ শিশু ছিল, যুবা হইল, আবার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ হইয়া উঠিল। দিন আসিল, আবার রাত্রি হইল। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসিল, তাহার পর শরৎ, হেমন্ত দেখা দিল, ক্রমে শীত ও বসন্তের সঞ্চার হইল।

সুতরাং সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে ও ক্রিয়াতে পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কি কিছু দেখিতে পাও? তুমি যখন সংসারের জীব, তখন তোমার জীবাবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি যেমন শিশু ছিলে, যুবা হইয়াছ, আবার বৃদ্ধ হইবে। তেমনি আজ যে দেহ লইয়া তুমি সাজিয়া বেড়াইতেছ, এ দেহটির পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার তোমাকে আর একটি দেহের সাজ পরিতে হইবে *। যে দেহকে এক্ষণে সৌন্দর্য্যের আধার বিবেচনা করিয়া, তুমি রূপোন্মাদে মত্ত হইতেছ, দুদিন পরে তাহা জীর্ণ বাসের ন্যায় হইয়া উঠিবে। তখন তোমাকে সেই জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া, আবার নববস্ত্র পরিধানের জন্য ব্যগ্র হইতে

* "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

গীতা।

হইবে *। তবে তুমি যে চিরদিনই আছ ও থাকিবে, ইহাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

সুতরাং তুমি যখন আছ ও থাকিবে, তখন তোমার যে মরণ নাই, ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ। তবে ভাই, মরণের জন্য এত ভয় পাও কেন? পক্ষীর ভগ্ন নীড়ের ন্যায়, ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, একদিন তোমার এই দেহটির নাশ হইবে মাত্র, তোমার নাশ কখনও হইতে পারে না। তুমি কত বার আসিয়াছ, কত বার গিয়াছ, আবার আসিয়াছ, আবার যাইবে ও আসিবে। এই আসা যাওয়া তোমাকে বহুবার করিতে হইবে। তোমার জন্মমরণ আসা যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

গীতা।

তুমি যদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাও, তাহা হইলে কি তোমার নাশ হইল বলিতে হইবে ? না তুমি তাহাই মনে করিয়া থাক ? সেইরূপ যদি কিছু কাল তুমি এ জগৎ হইতে অন্য জগতে চলিয়া যাও, তাহা হইলে, কে বলিবে যে তোমার নাশ হইল ? বাস্তবিক তোমার নাশ হয় না ; মরণ তোমাকে নষ্ট করিতে পারে না। মরণ তোমাকে কিছু-কালের জন্য এ জগৎ হইতে অন্য জগতে লইয়া যায় মাত্র। সে জগৎও এইরূপ সুখদুঃখময়। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর আবার তুমি এখানে আসিবে। সে কথা পরে বলিব। সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার নাশ নাই, কাজেই তোমার মরণ নাই। তবে ভাই, মরণের জন্য এত ভয় পাও কেন ? তুমি যখন চিরদিনই থাকিবে, কিছুতেই যখন তোমার বিনাশ নাই, তখন তোমার মরণের জন্য ভীত হওয়া উচিত নহে। অস্ত্র তোমাকে কাটিতে

পারে না, আগুন তোমাকে পোড়াইতে পারে না, জল তোমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু তোমাকে শুকাইতে পারে না, তবে তুমি ভাই, মরিবে কি প্রকারে? * অস্ত্র কাহাকে কাটিয়া থাকে? তোমাকে নহে, তোমার দেহকে। আগুন কাহাকে পোড়াইয়া থাকে? তোমাকে নহে, তোমার দেহকে। জল কাহাকে পচাইয়া থাকে? তোমাকে নহে, তোমার দেহকে। বায়ু কাহাকে শুকাইয়া থাকে? তোমাকে নহে তোমার দেহকে। মরিতে তোমার দেহটাই মরে, তুমি অজর অমর হইয়া চিরদিনই বিরাজ করিবে। তোমার একটি দেহ যাইবে,

---

* "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥"

গীতা।

আর একটি হইবে। আবার সেটি যাইবে, আর একটি হইবে। এইরূপ রঙ্গমঞ্চের নটের ন্যায় তোমাকে অনেকবার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কত বার তুমি কত সাজে আসিয়াছ, আবার নানা সাজে আসিবে। তবে ভাই, এই সামান্য বেশপরিবর্ত্তনের জন্য এত চিন্তা—এত ভয় কেন? নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিতে যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনই নব কলেবরের জন্য তোমার কি সাধ হয় না? ভাবিয়া দেখ ভাই, পুরাতন ছাড়িয়া যখন তোমাকে নূতন লইতেই হইবে, তখন সেই নূতনপ্রাপ্তির দিকে মন দিলে কি ভাল হয় না? তাহা হইলে দেখিবে, মরণের ভয় তোমাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে।

আমরা ত অনেকবার বলিয়াছি যে, তোমার মরণ হয় না,—মরিতে তোমার দেহ-টাই মরে। এক্ষণে তুমি কে, একবার বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করা কি উচিত নহে? আমরা

বলি, তাহা অবশ্যই উচিত। তোমার 'তুমিত্ব' বুঝিতে পারিলে, তোমার আর মরণের ভয় থাকিবে না। এক্ষণে তুমি কে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। তুমি আত্মা নামে একটি বস্তুর কথা হয়ত শুনিয়া থাকিবে। সেই আত্মা কিরূপ জান? তাহা অজর, অমর, নির্ব্বিকার ও সনাতন। তাহা জ্ঞানময় ও চৈতন্যস্বরূপ। তুমি আমি সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহি। তুমি হয়ত মনে করিতে পার যে, তোমাকে আমাকে বুঝাইতে, তোমার আমার দেহটাই বুঝাইয়া থাকে। এরূপ ধারণা যে কেবল তোমার আমার আছে, তাহা নহে; সাধারণ মানুষমাত্রেরই এইরূপ ধারণা। কিন্তু তুমি যে তোমার দেহ নহ, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং দেহ হইতে তুমি যে পৃথক্ বস্তু, তাহাও স্মরণ রাখার জন্য বারংবার বলিয়াছি। দেহকে আত্মজ্ঞান করা, মানুষমাত্রেরই ধারণা হয় বটে, কিন্তু যাঁহাদের

কিছুমাত্র অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে, তাঁহারা সামান্য চিন্তার দ্বারা আপনাদিগকে দেহ হইতে পৃথক্ মনে করিতে পারেন। তোমার আমার বিন্দু-মাত্র অন্তর্দ্দৃষ্টি না থাকিলেও যদি তুমি আমি আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে, দেহ হইতে তুমি আমি যে পৃথক্, ইহার সামান্য জ্ঞানও তোমার আমার মধ্যে একেবারে যে উদয় হয় না এমন নহে। যদিও তোমার আমার সহিত আমাদের দেহটির এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, যে সেটি আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া, আপনাকে আমাদের নামে পরিচয় দিতেছে, তথাপি আমরা যে তাহাকে আমাদের হইতে পৃথক্ বলিয়া একেবারে বুঝিতে পারি না, এরূপ নহে।

প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখ, আমরা আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকি। আমার শরীর, আমার হস্ত, আমার

পদ, তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার মন, ইহাইত আমাদের সাধারণ কথা। সুতরাং আমার শরীর বা তোমার মন হইলে, শরীর ও আমি যে পৃথক্ বস্তু, ইহাত অনায়াসে বুঝা যায়। সেইরূপ মন ও তুমি যে পৃথক্, তাহাও বুঝা যাইতেছে। এই সাধারণ কথা হইতে যদি আমরা একটু সামান্য চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে, দেহ মন প্রভৃতি হইতে আমরা যে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পারি। তোমার আমার প্রকৃত অস্তিত্ব অনুভবে না আসিলেও, তুমি আমি যে দেহ ও মন প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র, এরূপ একটু সামান্য জ্ঞানও আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। তুমি আমি কে? এই বিষয় লইয়া জগতে বহুকাল হইতে বহুবিধ তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। একেত আমাদের দেহটি আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া, আপনাকে আমাদের নামে পরিচয় দিতেছে; তাহার উপর কোন কোন মতে তাহাই প্রকৃত

বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করায়, সাধারণ লোকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মহা গণ্ডগোলে পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও এইরূপ মতের অভাব ছিল না। আমরা চার্ব্বাক-প্রভৃতির মতের কথাই বলিতেছি।

যাঁহারা দেহটাকে তুমি আমি বা আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, তুমি আমি কি, একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। একমাত্র চৈতন্য ব্যতীত তোমার আমার ত অন্য পরিচয় নাই? সেই চৈতন্য এই দেহ হইতেই জন্মে। দেহটি কি, তাহা জানা আছে ত? দেহ ভূতসমূহের সমষ্টি-ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূতগণ অচেতন হইলেও যখন তাহারা মিলিত হইয়া, দেহরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহারা চৈতন্যরূপ একটি শক্তি উৎপন্ন করে। যেমন গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যেকে মাদক না হইলেও তাহারা মিলিত হইয়া, যখন সুরায় পরিণত হয়, তখন

যেমন মাদকতা শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ভূতসমূহের সংমিলনজাত দেহ হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে দেহকেই আমি বুঝাইয়া থাকে। আমার দেহ ইত্যাদি কথা আরোপিত প্রয়োগ মাত্র। সুতরাং ভস্মীভূত দেহের যখন আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, তখন যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন সুখেই কাটাইয়া যাও। *

---

* "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রবেভ্যো মদশক্তিবৎ॥
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী।
* * * *
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

চার্ব্বাকদর্শন।

চার্ব্বাক দর্শনের মতে ভূমি, বারি, অনল, অনিল এই চারিটি মাত্র ভূত।

এরূপ কথা তুমি আমি বিশ্বাস করিতে পারি কি ? তুমি আমি আমাদের এই নশ্বর দেহটা হইতে পৃথক্ নহি, একথা নিমেষের জন্য মনে করিতে পারি কি ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যদি তুমি আমি একটু সামান্য মাত্রও চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, তুমি আমি এই সামান্য জড় দেহ হইতে পৃথক্। অনন্ত আকাশের ন্যায় যে চৈতন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরতে পরতে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তুমি আমি সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই অংশ। তাহাই জ্ঞানরূপে সত্তারূপে চির বিদ্যমান। তাই তুমি আমি চিরদিনই আছি, এবং তোমার আমার সেই জ্ঞান চিরদিনই রহিয়াছে। জড় জগতের বা জড় দেহের সহিত সেই অখণ্ড চৈতন্যের বা তোমার আমার কিছুমাত্র ঐক্য নাই। তোমাতে আমাতে যে বিচিত্রতা আছে, জড় দেহে তাহা থাকা সম্ভবপর নহে। তোমাতে আমাতে যে জ্ঞানা-

লোকের বিকাশ হইতেছে, জড়দেহে তাহা কিরূপে ফুটিবে? যাহারা বলে যে তুমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি প্রয়োগে দেহকেই তুমি আমি বুঝায় এবং আমার দেহ ইত্যাদি কথা আরোপিত প্রয়োগ মাত্র, তাহারা কি ভ্রান্ত নহে? তুমি আমি বাস্তবিকই দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়াই এবং সেইরূপ জ্ঞান তোমার আমার মধ্যে উদয় হয় বলিয়াই, তোমার দেহ, আমার দেহ বলিয়া, আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহা কদাচ আরোপিত কথা নহে, বরঞ্চ আমাদের দেহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ায়, আমরা দেহটাকেই তুমি আমি মনে করিয়া, আমি স্থূল, তুমি কৃশ ইত্যাদি আরোপিত কথার প্রয়োগ করিয়া থাকি। * দেহের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ

* "দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ"॥

(সাংখ্য সূত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২ সূত্র)

দেহাভেদপক্ষে বাল্যযৌবনবার্দ্ধকদেহভেদাদনেকাত্ম-

সম্বন্ধ ঘটায় যত গোলযোগ বাধিয়াছে। সেই জন্য বলিতেছি যে আপনাকে জানিতে চেষ্টা

প্রসঙ্গঃ। মৃতে দেহনাশাৎ কদাপি জন্মান্তরবৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ। শ্রুতিশ্চ—'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি সর্ব্বং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥' হেত্বন্তরমাহ।

(অনিরুদ্ধভট্টকৃত বৃত্তি)

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি॥

(সাং, সূ, ৬,৩,)

মম দেহ ইতি জ্ঞানমস্তি ভেদে চ ষষ্ঠী স্মর্য্যতে। স্থূলোহহমিতি সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমস্তীতিচেন্ন। দেহে প্রকৃত্যুপভোগাৎ তন্নিমিত্তোহয়ং গৌণঃ প্রত্যয়ঃ। শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যভেদেহপি ষষ্ঠীশ্রুতের্ন ভেদ ইত্যত্রাহ। (বৃত্তি)

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥

(সাং, সূ, ৬, ৪,)

ন। তত্র প্রত্যক্ষেণৈবাভেদপ্রতীতেঃ ষষ্ঠী বাধিতেতি স গৌণঃ প্রয়োগঃ। মুখ্যসম্ভবাৎ গৌণোহত্র নাস্তীতি॥"

(বৃত্তি)

কর; তাহা হইলে, দেহটাকেও বুঝিতে পারিবে। আপনাকে ও দেহকে বুঝিতে পারিলে, মরণের ভয় কোন দিন তোমাকে আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

যে দেহ জড়, ভূতসমূহ হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা হইতে চৈতন্যের উদ্ভব, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, মৃত দেহে প্রাণচেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতির কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? জীবিতেরও যে দেহ, মৃতেরও সেই দেহ; কিন্তু জীবিতের যে সমস্ত লক্ষণ, মৃতদেহে তাহা দেখিতে পাও কি? সেইরূপ প্রাণচেষ্টা, সেইরূপ চৈতন্য, সেইরূপ স্মৃতি, মৃত-দেহে কেহ কখন দেখিয়াছে কি? তবে চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম কিরূপে বলিবে? বাহ্যবস্তুসমূহ চৈতন্য বা জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায়। ঐ সমস্ত বস্তু কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? তাহারা ভূতসমূহের সমষ্টি নহে কি? চৈতন্য ভূত-

সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলে, আবার সেই ভূত সমূহকে কি প্রকারে অনুভব করাইবে? অগ্নি উষ্ণ বটে, কিন্তু সে কি আপনাকে দগ্ধ করিতে পারে? সেইরূপ ভূতসমূহ হইতে জাত চৈতন্য কিরূপে ভূতসমূহকে প্রকাশ করিবে বা অনুভব করাইবে? নট যেরূপ শিক্ষিত হউক না কেন, সে কখনও আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। সুতরাং চৈতন্য, অনুভব বা উপলব্ধিকে ভূতসমূহ হইতে পৃথক্ বলিতেই হইবে। আত্মা সেই উপলব্ধি-স্বরূপ এবং তুমি আমি সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহি। যে বস্তুটি একবার দেখিয়াছিলাম, তাহা আবার দেখিলে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যে, আমি উহা দেখিয়াছিলাম। সুতরাং একই আমি সকল সময়েই বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং আত্মা বা আমিই সেই উপলব্ধিস্বরূপ। * সেই উপলব্ধি-

* "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ॥

(বেদান্তদর্শন, ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৫৪ সূত্র)

স্বরূপ আমিই চৈতন্যময় এবং সেই বিশ্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যের অংশ। যেমন অসীম

ন ত্বেতদস্তি যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ব্যতিরেক এবাঽস্য দেহাদ্ভবিতুমর্হতি। তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। যদি হি দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বমাত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত ততো দেহভাবেঽপ্যভাবাদতদ্ধর্ম্মত্বমেষাং কিং ন মন্যেত। দেহধর্ম্মবৈলক্ষণ্যাৎ। যে হি দেহধর্ম্মা রূপাদয়স্তে যাবদ্দেহং ভবন্তু প্রাণচেষ্টাদয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি। দেহধর্ম্মাশ্চ রূপাদয়ঃ পরৈরপ্যুপলভ্যন্তে ন ত্বাত্মধর্ম্মাশ্চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ। অপি চ সতি তাবদ্দেহে জীবদবস্থায়ামেষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং নত্বসত্যভাবঃ। পতিতেঽপি কদাচিদস্মিন্ দেহে দেহান্তরসঞ্চারেণাত্মধর্ম্মা অনুবর্ত্তেরন্। সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। কিমাত্মকঞ্চ পুনরিদং চৈতন্যং মন্যতে যস্য ভূতেভ্য উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ। নহি ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকাঃ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং প্রতিযন্তি। যদনুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ। তত্তর্হি বিষয়ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ধর্ম্মত্বমশ্নুবীত স্বাত্মনি

আকাশ ঘটমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই অখণ্ড চৈতন্য তোমার আমার জড়াংশে আবদ্ধ হইয়া, তোমাকে আমাকে তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করাইতেছে। ফলতঃ তুমি আমি সেই অখণ্ড চৈতন্য হইতে অভেদ, কদাচ পৃথক্ নহি। সেই তুমি আমি কি নশ্বর জড়দেহে পরিণত হইতে পারি? অনন্ত চৈতন্যে

ক্রিয়াবিরোধাৎ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি। ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্ স্বস্কন্ধমধিরোক্ষ্যতি। ন হি ভূতভৌতিকধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূত-ভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্যা ভূত-ভৌতিক-বিষয়ায়া উপলব্ধের্ভাবোহভ্যুপগম্যতে এবং ব্যতিরেকোহপ্যস্যাস্তেভ্যোহভ্যুপগন্তব্যঃ। উপলব্ধিস্বরূপমেব চ নঃ আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বঞ্চোপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ। 'অহমিদমদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তরযোগেহপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্য-

যাহাদের সত্তা, তাহারা জড়ে পরিণত হইবে, এরূপ চিন্তা নিমেষের জন্যও মনে স্থান দিতে নাই।

ফলতঃ তুমি আমি সামান্য জড়দেহ হইতে পারি না। তুমি আমি নির্ব্বিকার, কিন্তু দেহ সর্ব্বদাই বিকারগ্রস্ত। তুমি আমি নিত্য ; কিন্তু দেহকে প্রতিনিয়ত অনিত্য দেখা

পপত্তিশ্চ। যত্তূক্তং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম্ম উপলব্ধিরিতি তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্। অপি চ সৎসু প্রদীপাদিষূপকরণেষূপলব্ধির্ভবত্যসৎসু ন ভবতি। ন চৈতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্ম এবোপলব্ধির্ভবতি। এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলব্ধির্ভবত্যসতি চ ন ভবতীতি ন দেহধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। উপকরণত্বমাত্রেণাপি:প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ। ন চাত্যন্তং দেহস্যোপলব্ধাবুপযোগোদৃশ্যতে। নিশ্চেষ্টেঽপি হ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ। তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বম্।"

শাঙ্করভাষ্য।

যাইতেছে। তুমি আমি জ্ঞানময়, দেহ মাংস-পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি আমি নির্ম্মল, নিশ্চল, কিন্তু দেহ মলিনতার আধার-মাত্র ও নশ্বর। তুমি আমি দ্রষ্টা; কিন্তু দেহ আমাদের দৃশ্য। সুতরাং যে ভাবে বিচার কর না কেন, এই জড় মাংসপিণ্ড দেহটাকে কদাচ তুমি আমি বলা যাইতে পারে না। তুমি আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। সচ্চিদানন্দলক্ষণ যে তোমাতে আমাতে বিদ্য-মান, সেই তুমি আমি কিরূপে জড়দেহের সহিত এক হইতে পারি? সুতরাং একথা কখনও মনে করিও না যে, তুমি আমি জড়-দেহের শক্তি মাত্র। তুমি আমি যে দেহ বা ইন্দ্রিয় নহি, ইহা বিচার করিয়া, তোমার আমার প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা উপলব্ধি করার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক। * তাহা

* "কোঽহং কথমিদং জাতং কো বা কর্ত্তাস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥"

হইলে সামান্য মরণের ভয়ে আমরা নিমেষের জন্যও ভীত হইব না।

নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥
অজ্ঞানপ্রভবং সর্ব্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে।
সংকল্পো বিবিধঃ কর্ত্তা বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥
এতয়োর্যদুপাদানমেকং সূক্ষ্মং সদব্যয়ম্।
যথৈব মৃদ্ঘটাদীনাং বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥
অহমেকোঽপি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ।
তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥
আত্মা বিনিষ্কলো হ্যেকো দেহো বহুভিরাবৃতঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥
আত্মা নিয়ামকশ্চান্তর্দেহো নিয়ম্যবাহ্যকঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসময়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্।
আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছোদেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥
আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো দেহোঽনিত্যোহ্যসন্ময়ঃ।

এক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত যে, তুমি আমি জড়দেহ হইতে পৃথক্। তাহা হইলে দেহের

তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥
আত্মনস্তৎ প্রকাশত্বং যৎ পদার্থাবভাসনম্।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি॥
দেহোঽহমিত্যয়ং মূঢ়ো মত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ।
মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্ব্বদা।
ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরবদ্যোঽহমব্যয়ঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নিত্যমুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
নির্ম্মলো নিশ্চলোঽনন্তঃ শুদ্ধোঽহমজরোঽমরঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
স্বদেহং শোভনং ত্যক্ত্বা পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ॥

নাশ হইলে, তোমার আমার নাশ হইবে কেন ? বাস্তবিক তোমার আমার নাশ হয় না। যাহা

স্বাত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ পূরুষম্।
দেহাতীতং সদাকারং সুদুর্দর্শং ভবাদৃশাম্॥
অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলত্বান্নৈকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্যা তথা পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিশুদ্ধেন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি সূক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্যা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপিচ।
অনন্তমলসংস্পৃষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্।
তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পূরুষঃ।
জড়ঃ পরপ্রকাশ্যোঽয়ং কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।

নির্ব্বিকার ও সনাতন, তাহার নাশ কি কখনও হইতে পারে? সুতরাং মরণ বলিলে, দেহ-টারই নাশ বুঝিতে হইবে। ঘটটি ভাঙ্গিয়া গেলে, যেমন ঘটমধ্যস্থ আকাশের কিছুই হয় না, তেমনি আমাদের এই দেহটার নাশ হইলে, আমাদেরও কিছুই হয় না। আমাদের দেহ-টাই ঘটস্বরূপ, এবং তুমি আমিই সেই ঘটমধ্যস্থ আকাশ। এই দেহরূপ ঘটের নাশই মরণ। তাই সাধক কবি রামপ্রসাদ

নিত্যশ্চ তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্ ॥
লিঙ্গং চানেকসংযুক্তং চলং দৃশ্যং বিকারি চ।
অব্যাপকমসদ্রূপং তৎকথং স্যাৎ পুমানয়ম্।
এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মা পুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ ॥
ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা।
যথোক্তা তর্কশাস্ত্রেণ ততঃ কিং পুরুষার্থতা ॥
ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাত্মত্বং নিবারিতম্।
ইদানীং দেহভেদস্য হ্যসত্ত্বং স্ফুটমুচ্যতে ॥"

অপরোক্ষানুভূতি।

বলিয়াছেন, "বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।" সুতরাং তুমি আমি মরি না, সেই মলমূত্রশোণিতপরিপূর্ণ মাংস পিণ্ডটাই মরিয়া যায়। তবে ভাই এই মাংস পিণ্ডটার জন্য এত দুঃখ এত ভয় কেন? যেটার ধ্বংস অনিবার্য্য, তাহার জন্য চিন্তা করিয়া লাভ আছে কি? আমরা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তোমার এ দেহটার নাশ হইলে, তুমি কিছুকাল পরে আবার আর একটি দেহ পাইবে। পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া, আবার একটি নূতন পাইবে। সুতরাং ইহার প্রতি মমতা রাখাটা কি ভাল? যেটা সর্ব্বদা আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতেছে, তার প্রতি এত মমতা কেন? দেহের প্রতি মমতাটা হ্রাস কর, দেখিবে, মরণ তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। বাস্তবিক মরণ বিভীষিকার বস্তু নহে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মৃত্যু বলিয়া এমন কিছু নাই যে, তাহার জন্য

ভীত হইতে হইবে। সে ভীষণরূপ ধারণ করিয়া, ব্যাঘ্রের ন্যায় জীবজন্তু ভক্ষণ করে না! মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান এবং প্রমাদ বা মিথ্যাজ্ঞানের কারণই মৃত্যু। * অবশ্য এ সকল গুরুতর কথা আমরা সহজে বুঝিতে সমর্থ হইব না। তথাপি মিথ্যাজ্ঞানে যে আমাদের মরণের বিভীষিকা জন্মিতেছে, তাহা

---

* "অমৃত্যুঃ কর্ম্মণা কেচিৎ মৃত্যুর্নাস্তীতি চাপরে।
শৃণু মে ব্রুবতো রাজন্ যথৈতৎ মা বিশঙ্কিথাঃ॥
উভে সত্যে ক্ষত্রিয়াস্য প্রবৃত্তে
মোহোমৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাম্।
প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি
সদাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি॥
প্রমাদাদ্বৈ অসুরাঃ পরাভবন্
অপ্রমাদাদ্ব্রহ্মভূতাঃ সুরাশ্চ।
নৈব মৃত্যু র্ব্যাঘ্র ইবাত্তি জন্তূন্
নাপ্যস্য রূপমুপলভ্যতে হি॥"

সনৎসুজাতীয়।

আমরা বোধ হয় কিছু কিছু বুঝিতে পারি, এবং তাহা না পারিলেও ক্ষতি নাই। আমরা যে দেহ হইতে পৃথক্ এবং তাহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদই যে মরণ, আপাততঃ তাহা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে!

আমরা যদি দেহ হইতে পৃথক্ হইলাম, এবং দেহের সহিত আমাদের বিচ্ছেদই মরণ, তাহা হইলে, এই দেহ পরিত্যাগের পর আমাদের কি অবস্থা হয়, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ দেহ পরিত্যাগ করিলে, আমরা আবার আর একটি দেহ পাইব, তাহা হইলেও কিরূপে সে দেহের লাভ হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে সে কথাও বলিতেছি। তাহা বুঝিতে পারিলে, মরণের ভয়টা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিবে না। এক্ষণে মরণের পর আমাদের কিরূপ অবস্থা হয়, বলি শুন।

মায়ের বরপুত্র রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি,
কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে,
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই,
তাই হবিরে নিদানকালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

এই গানটির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছ কি? যদি না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝাই-

বার চেষ্টা করিতেছি শুন। সাধক কবির চিত্ত যখন মুক্তির পথে ধাবিত হইতেছিল, তখন তাঁহার নশ্বর কণ্ঠ এই অমর গীতের অবতারণা করিয়াছিল। তিনি মায়ের আব-দারে ছেলে ছিলেন, তাই মায়ের কোলে চির-বিশ্রাম লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কাজেই এ সংসারে ফিরিয়া আসার কথাটা তখন তাঁহার মনে উঠে নাই। কিন্তু মরিলে যে ভূত প্রেত হয়, বা স্বর্গে যায়, ইহার মধ্যেই সে কথাটাও যে আছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভূত প্রেত চিরদিনই যে ভূত প্রেত থাকিবে এমন নহে, তাহাদের সে অবস্থা ঘুচিলে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা আমাদের মধ্যেই আসিবে। স্বর্গে যাওয়ার পরও আবার আসিতে হয়, ইহাই সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম। তিনি সালোক্য, সাযুজ্য, এবং অবশেষে যে নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা উচ্চাধিকারীর কথা। তোমার আমার

পক্ষে তাহা খাটেনা। যাঁহারা মিথ্যাজ্ঞান দূরে পরিহার করিয়া, সত্যজ্ঞানে বিভোর হন, তাঁহাদেরই ক্রমে ক্রমে ঐ সমস্ত অবস্থা হয়। সাধারণ মানবে ভূত প্রেত হয় বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাহাদের আরও কিছু ভাল অবস্থা হয়। আমরা পরে তাহা বলিতেছি।

আমরা ইহলোক, পরলোক বা ইহকাল, পরকাল কথার প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই ইহলোক, পরলোক, বা ইহকাল, পরকাল কাহাকে বলে, অগ্রে তাহাই বলিতেছি শুন। আমাদের জীবিতাবস্থার নাম ইহলোক এবং মৃত্যুর পর যে অবস্থা হয় তাহাই পরলোক। যতদিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা ইহকাল, তাহার পরে পরকাল। মৃত্যুর পরে আমরা পর-লোকে কিরূপে পরকাল কাটাই, সেই কথারই এক্ষণে আলোচনা করিতে হইবে।

যখন মরণের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা এ দেহ ছাড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু

তৎপূর্ব্বে আমরা আমাদের কর্ম্মজাত সংস্কারানুযায়ী একটি ভাবনাময় বা বাসনাময় দেহ গড়িয়া লই। সে কিরূপ জান? যেমন স্বপ্ন-কালে আমাদের একটি দেহ হয়, ইহাও সেই রূপ। আমরা তখন আমাদের এই দেহ ছাড়িয়া তাহাই অবলম্বন করি। জলৌকা বা জোঁক যেমন একটি তৃণ ছাড়িয়া আর একটি তৃণে আশ্রয় না লওয়া পর্য্যন্ত প্রথম তৃণটি পরিত্যাগ করে না, আমরাও সেইরূপ ঐ ভাবময় দেহে আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত এ দেহ পরিত্যাগ করি না। * পরে সেই দেহ অবলম্বন করিয়া, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিন্যস্ত একটি সূক্ষ্ম শরীরের আবরণে আবৃত

* "তদ্‌যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি। এবমেবায়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি।"

আরণ্যক

হইয়া এদেহ পরিত্যাগ করি। তখন অনন্ত আকাশ ও অসীম বায়ুমণ্ডল আমাদের আশ্রয় স্থান হয়। পরে আমাদের সংস্কার বা বাসনা যেদিকে লইয়া যায়, আমরা সেইদিকে যাইতে থাকি। এদেহ ছাড়িয়া যখন আমরা আকাশে বা বায়ুস্তরে থাকি, তখনই আমরা ভূত প্রেত হই। এই ভূত প্রেতের অবস্থা কিছু কষ্ট-কর বটে। ভূত প্রেতের নামে আমাদের যে ঘৃণা আছে, সকল ভূত প্রেতই যে সেইরূপ হয়, তাহা নহে। তবে কোন কোন ভূত প্রেত আমাদিগকে যে বিভীষিকা দেখায়, সে কথা একেবারে মিথ্যা নহে। ভূত প্রেত হওয়ার পর আমাদের গতি কি হয় বলি-তেছি শুন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধাত্মা, তাঁহারা ঊর্দ্ধদিকে চলিয়া যান। তাঁহাদেরও দুই পথ আছে; যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা ক্রমো-ন্নতি পথে আরোহণ করিয়া, আর ফিরিয়া আসেন না। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা ক্রমে

ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করিয়া, আবার অবরোহণ করিতে আরম্ভ করেন, পরিশেষে আবার আমাদের মধ্যেই আসিয়া পড়েন। আর যাহারা ঘোরতর মলিন, তাহারা নানা প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিছুকাল পরে, আবার মরে, আবার জন্মে, এইরূপে ক্রমাগত জন্মমরণের অধীন হয়। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমি মরিলে কোন্ পথে যাইব? তোমার আমার কোন্ পথ হইবে, আইস, একবার ভাবিয়া দেখি।

অবশ্য তুমি আমি এসংসারে আসিয়া যদি পাপকর্ম্মে রত হইয়া থাকি, এবং তোমার আমার স্বচ্ছ ভাবকে মলিন করিয়া, অজ্ঞান ও পাপের গাঢ় অন্ধকারমধ্যে আপনাদিগকে ডুবাইয়া থাকি, তাহা হইলে, আমরা মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সামান্য কীট পতঙ্গে যে পরিণত হইব, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নরকের যেরূপ চিত্রের কথা আমরা

শুনিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মনে যে বিভীষিকার উদয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ভিন্ন ভিন্ন নরকে বিন্দুমাত্র আনন্দের চিহ্ন নাই। কেবল ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ যন্ত্রণা। * এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে আবার কীট পতঙ্গ হইয়া জন্মিব, ইহা ভাবিতে গেলে, শরীর শিহরিয়া উঠে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন সে পথের পথিক না হই; অন্ততঃ আমরা তাহা হইতে চাহি না। কারণ, আমরা আমাদিগকে এত কলুষিত মনে করি না। এই ভীষণ গতি অপেক্ষা আমাদের পথ যে উৎকৃষ্ট এরূপ আশা আমরা করিতে পারি এবং আমাদের সে বিষয়ে একটু সাহসও থাকা চাই। সেইরূপ সাহস

---

* "আনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা" বৃতাঃ।

শাস্ত্রে নানাবিধ নরকের বর্ণনা দেখা যায়, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন পাপ করে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিয়া থাকে।

থাকিলে অবশ্য আমরা যে আমাদের পথ বাছিয়া লইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বল দেখি আমরা কোন্ পথে যাইব ?

যে জঘন্য পথের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা তোমার আমার পক্ষে নহে। ইহা একরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এক্ষণে আরও দুইটি পথ আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি তোমার আমার ন্যায় ব্যক্তির অবলম্বনীয়, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রে দেবযান ও পিতৃযান নামে দুইটি পথের কথা আছে। যাঁহারা শুদ্ধাত্মা হইয়া, বিদ্যা বা জ্ঞান অবলম্বনে ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই দেবযানপথে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। তাঁহারা আর ফিরিয়া আসেন না। তবে এ পথেরও কোন কোন পথিক ফিরিয়া আসিয়াছেন, এরূপও শুনা গিয়াছে। আর যাঁহারা কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যাগ, যজ্ঞ ও দানাদি ক্রিয়ার

দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা পিতৃযানের পথিক। তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন ও নানাবিধ স্বর্গ ভোগ করেন। পরে তথা হইতে আবার এসংসারে ফিরিয়া আসিয়া, কর্ম্মস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন। এখন বল দেখি, তুমি আমি ইহার কোন্ পথে যাইব? তুমি আমি যে দেবযান পথে যাইব, তাহার আশা করিতে পারি না। তবে পিতৃযানের আশাটা একেবারে ছাড়িতে পারি না। তাই মনে হয়, তুমি আমি পিতৃযানেরই পথিক। অন্ততঃ তোমার আমার তাহাই আশা করিতে হয়। আমরা যাগ যজ্ঞ না করিলেও কর্ম্মই যে আমাদের অবলম্বনীয়, একথা বলা যাইতে পারে।

যদি আমরা পিতৃযানেরই পথিক হই, তাহা হইলে, আমাদের পথটি কিরূপ তাহা একটু বিশদ ভাবে শুনিলে কি ভাল হয় না?

তবে ভাই শুন, আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত পথটি কিরূপ। যাঁহারা পিতৃযানের পথিক, তাঁহারা মরণের পর পিতৃলোকাদি ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রলোকে উপনীত হন এবং তথায় দেবতাদিগের সহচর হইয়া, নানাপ্রকার স্বর্গ ভোগ করেন। যে সুখে দুঃখ মিশ্রিত নাই পরেও যাহা দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয় না এবং ইচ্ছামাত্রেই যাহা উপস্থিত হয়, দার্শনিকেরা সেই সুখকেই স্বর্গ বলিয়া থাকেন। * এই স্বর্গসুখ ভোগ হইলে, তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী আবার পৃথিবীতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করেন। মরণের পর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভোগদেহ ধারণ করিতে হয়। স্বর্গ ভোগের জন্য চন্দ্রলোকে তাঁহাদের যে একটি জলময় দেহ হইয়া থাকে, তাহা গলিয়া ক্রমে আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হইয়া যায়।

---

* "যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্॥"

তৎপরে তাহা বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া, ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পর আবার তাহা মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার বর্ষণের সহিত ধান্যাদি শস্যের মধ্যে অবস্থিতি করে। পরে ঐ সমস্ত শস্যের সহিত অন্নরূপে ভক্ষিত হইয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার সংসারে অবতীর্ণ হয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্বংশে জন্মিয়া থাকেন এবং যাহারা হীন-কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা নীচ বংশে এমন কি শূকর, কুক্কুর হইয়াও জন্ম গ্রহণ করে। *

---

* "তদ্য ইত্থং বিদুঃ যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান্॥

মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি॥

অতএব আমরা যদি পিতৃযানেরই পথিক হই, তাহা হইলে, আমাদিগকে যে আবার জন্মিতে

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্‌যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥

তস্মিন্‌যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ॥

অভ্রংভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘোভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধি বনস্পতয়স্তিলমাষাইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥

তদ্য় ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে

হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে, আমাদের আবার জন্ম

কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বে ত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষঃ শ্লোকঃ॥"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

বৃহদারণ্যকেও দেবযান এবং পিতৃযান পথের কথা আছে।

গীতায় ঐ দুই পথ এইরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।"

অষ্টম অধ্যায়।

হইবে, এ কেমন কথা? কিন্তু তাহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। জীবের আদি নাই,

যোগবাশিষ্ঠে চন্দ্রের হিমকণার সহিত শস্যমধ্যে পতিত জীবাত্মার প্রবেশ দেখা যায়।

"তত্রাবিবিশতুশ্চান্দ্রং তে চিত্তে রশ্মিজালকম্।
প্রালেয়তামুপেত্যাশু শালিতামথ জগ্মতুঃ॥
শালীংস্তান্ ভুক্তবান্ পক্কান্ দশার্ণেষু দ্বিজোত্তমঃ।
স শুক্রঃ শুক্রতামেত্য তদ্ভার্য্যাতনয়োঽভবৎ॥"

(স্থিতিপ্রকরণ ৮ম অধ্যায়)

যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তিপ্রকরণে মৃত্যু, তাহার পর কিরূপ অবস্থা হয়, এবং পরেই বা কিরূপে জন্ম হয়, তাহা বিশদভাবে বিবৃত আছে। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"নাড়ীপ্রবাহে বিধুরে যদা বাতবিসংস্থিতিম্।
জন্তুঃ প্রাপ্নোতি হি তদা শাম্যতীবাঽস্য চেতনা॥
শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি ন চ শাম্যতি।
স্থাবরে জঙ্গমে ব্যোম্নি শৈলেঽগ্নৌ পবনে স্থিতম্॥
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহ স্তদাঽসৌ জড়নামকঃ॥

অন্ত নাই, কেবল একবার মাত্র তাহার উৎপত্তি, ইহা কখনও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সংসারে কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্যের উৎপত্তি

তস্মিন্ দেহে শবীভূতে বাতে চানিলতাং গতে।
চেতনং বাসনাযুক্তং স্বাত্মতত্ত্বেঽবতিষ্ঠতে॥
ততোঽসৌ প্রেতশব্দেন প্রোচ্যতে ব্যবহারিভিঃ।
চেতনং বাসনামিশ্রং আমোদানিলবৎস্থিতম্॥
ইদং দৃশ্যং পরিত্যজ্য যদাস্তে দর্শনান্তরে।
স স্বপ্ন ইব সংকল্প ইব নানাকৃতিস্তদা॥
তস্মিন্নেব প্রদেশেঽন্তঃ পূর্ব্ববৎ স্মৃতিমান্ ভবেৎ।
তদৈব মৃতিমূর্চ্ছান্তে পশ্যত্যন্যশরীরকম্॥
ভবন্তি ষড়্বিধাঃ প্রেতাস্তেষাং ভেদমিমং শৃণু।
সামান্যপাপিনো মধ্যপাপিনঃ স্থূলপাপিনঃ॥
সামান্যধর্ম্মা মধ্যধর্ম্মা চ তথাচোত্তমধর্ম্মবান্।
এতেষাং কস্যচিদ্ভেদো দ্বৌ ত্রয়োপ্যথ কস্যচিৎ॥
কশ্চিন্মহাপাতকবান্ বৎসরং মৃতিমূর্চ্ছনম্।
বিমূঢ়োঽনুভবত্যন্তঃ পাষাণহৃদয়োপমঃ॥
ততঃ কালেন সম্বুদ্ধো বাসনাজঠরোদিতম্।
অনুভূয় চিরং কালং নারকং দুঃখমক্ষয়ম্॥

হইতে দেখা যায় না। আমাদের এই জন্ম যদি একটি কার্য্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাহার কারণ ছিল অনুমান করিতে হইবে। আমা-

ভুক্ত্বা যোনিশতান্যুচ্চৈর্দুঃখাদ্দুঃখান্তরং গতঃ।
কদাচিচ্ছমমায়াতি সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে ॥
কেচিচ্চ মৃতিমোহান্তে জড়দুঃখশতাকুলাম্।
ক্ষণাৎ বৃক্ষাদিতামেব হৃৎস্থামনুভবন্তি তে ॥
স্ববাসনানুরূপাণি দুঃখানি নরকে পুনঃ।
অনুভূয়াথ যোনীষু জায়ন্তে ভূতলে চিরাৎ ॥
অথ মধ্যমপাপো যো মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স শিলাজঠরং জাড্যং কঞ্চিৎ কালং প্রপশ্যতি ॥
ততঃ প্রবুদ্ধকালেন কেনচিদ্বা তদৈব বা।
তির্য্যগাদিক্রমৈর্ভুক্ত্বা যোনীঃ সংসারমেষ্যতি ॥
মৃত এবানুভবতি কশ্চিৎ সামান্যপাতকী।
স্ববাসনানুসারেণ দেহং সম্পন্নমক্ষতম্ ॥
সস্বপ্ন ইব সংকল্প ইব চেততি তাদৃশম্।
তস্মিন্নেব ক্ষণে তস্য স্মৃতিরিত্থমুদেতি চ ॥
যে ত্বুত্তমমহাপুণ্যা মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স্বর্গবিদ্যাধরপুরং স্মৃত্বা স্বনুভবন্তি তে ॥

দের পূর্ব্ব জন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বা সংস্কারই যে তাহার কারণ, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা-

---

ততোঽন্যকর্ম্মসদৃশং ভুক্ত্বাঽন্যত্র ফলং নিজম্।
জায়তে মানুষে লোকে সশ্রীকে সজ্জনাস্পদে ॥
যে'চ মধ্যমধর্ম্মাণো মৃতিমোহাদনন্তরম্।
তে ব্যোমবায়ুবলিতাঃ প্রয়ান্ত্যোষধিপল্লবম্ ॥
তত্র চারুফলং ভুক্ত্বা প্রবিশ্য হৃদয়ং নৃণাম্।
রেতসামধিতিষ্ঠন্তে গর্ভে জাতিক্রমোচিতে ॥
স্ববাসনানুসারেণ প্রেতা এতাং বাবস্থিতিম্।
মূর্চ্ছান্তেঽনুভবন্ত্যন্তঃ ক্রমেণৈবাঽক্রমেণ চ ॥
আদৌ মৃতা বয়মিতি বুধ্যন্তে তদনুক্রমাৎ।
বন্ধুপিণ্ডাদিদানেন প্রোৎপন্না ইতি বেদিনঃ
ততো যমভটা এতে কালপাশান্বিতা ইতি।
নীয়মানঃ প্রয়াস্তেভিঃ ক্রমাৎ যমপুরং প্রতি ॥
উদ্যানানি বিমানানি শোভনানি পুনঃ পুনঃ।
স্বকর্ম্মভিরুপাত্তানি দিব্যানীত্যেব পুণ্যবান্ ॥
হিমানীকণ্টকশ্বভ্র-শস্ত্রপত্রবনানি চ।
স্বকর্ম্ম-দুষ্কৃতোত্থানি সম্প্রাপ্তানীতি পাপবান্।

মাত্র স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইল, এই কার্য্যেরই বা কারণ কি? ইহাও তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। এজন্মে আমরা কেহ মরি নাই,

ইয়ং মে সৌম্যসম্পাতা সবর্ণিঃ শীতশাদ্বলা।
স্নিগ্ধচ্ছায়া সবাপীকা পুরঃসংস্থেতি মধ্যমঃ॥
অয়ং প্রাপ্তো যমপুরমহমেষ স ভূতগঃ।
অয়ং কর্ম্ম-বিচারোঽত্র কৃত ইত্যনুভূতিমান্।
ইতি প্রত্যেকমভ্যেতি পৃথুঃ সংসারখণ্ডকঃ।
যথা সংস্থিতনিঃশেষ-পদার্থাচার-ভাস্বরঃ॥
ইতোঽয়মহমাদিষ্টঃ স্বকর্ম্মফলভোজনে।
গচ্ছম্যাশু শুভং স্বর্গমিতো নরকমেব বা।
আঃ স্বর্গোঽয়ং ময়া ভুক্তো ভুক্তোঽয়ং নরকোঽথবা।
ইমাস্তা যোনয়ো ভুক্তা জায়েয়ং সংসৃতৌ পুনঃ॥
অয়ং শালিরহং জাতঃ ক্রমাৎ ফলমহং স্থিতঃ।
ইত্যুদর্কপ্রবোধেন বুধ্যমানো ভবিষ্যতি॥
সংসুপ্তকরণস্ত্বেবং বীজতাং যাত্যসৌ নরে।
তদ্বীজং * * * গর্ভো ভবতি মাতরি॥
স গর্ভো জায়তে লোকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারতঃ।
ভব্যো ভবত্যভব্যো বা বালকো ললিতাকৃতিঃ॥

অথচ আমাদের মরিতে ভয় হয় কেন? ইহারই বা কারণ কি? নিশ্চয়ই তাহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, আমাদের এই জন্ম শেষ নহে; আমাদের পূর্ব্বেও জন্ম ছিল, আবার পরেও হইবে। সুতরাং আমাদিগকে আবার আসিতে হইবে ও যাইতে হইবে। এরূপ আসা যাওয়া, আমাদিগকে অনেকবার করিতে হইবে। সেই জন্য বলিতে হয়, মরণের পর আমরা হয় অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ করিব, ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আমাদের

ততোঽনুভবতীন্দ্বাভং যৌবনং মদনোন্মুখম্।
ততো জরাং পদ্মমুখে হিমাশনিমিব চ্যুতম্॥
ততোঽপি ব্যাধিমরণং পুনর্ম্মরণমূর্চ্ছনাম্।
পুনঃস্বপ্নবদায়াতং পিণ্ডৈর্দেহপরিগ্রহম্॥
যাম্যাং যাতি পুনর্লোকং পুনরেব ক্রমাক্রমম্।
ভূয়োভূয়োঽনুভবতি নানাযোন্যন্তরোদরে॥"

(উৎপত্তিপ্রকরণ ৫৫ সর্গ।)

কর্ম্ম যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন তাহার ফল-স্বরূপ কেবল একমাত্র অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ করার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কর্ম্মানুসারে জীবকে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ বা ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিয়া, আবার জন্মিতে হইবে ও আবার মরিতে হইবে। এই জন্ম মরণ তোমার আমার ন্যায় জীবেরই ধর্ম্ম। তবে যাঁহারা দেবযান পথে অনন্ত উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা যখন পিতৃযানের পথিক, তখন ভাই মনে রাখিও, মরণের পর আমা-দিগকে আবার এখানে আসিতে হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে আর মরিতে ভয় পাও কেন?

সুতরাং মরিতে যে ভয় পাওয়া উচিত নহে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত? জন্ম মরণ যখন সাধারণ জীবেরই পথ এবং তুমি আমি যখন সেই পথেরই পথিক, তখন

আর তাহার জন্য ভয়ই বা কেন, চিন্তাই বা কেন? আমরা মরিব নিশ্চয়ই এবং আবার জন্মিব নিশ্চয়ই। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুর্বং জন্ম মৃতস্য চ।" তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সাহসে নির্ভর করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া কি উচিত নহে? জীবন ক্ষণস্থায়ী বটে, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিলে, লোকের নিকট তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে। মরণের ভয় দূরে পরিহার করিয়া যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনটুকু লোকহিতে, সমাজহিতে ও দেশহিতে চালিত করিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা মরিয়াও অমর হইয়া থাকিব। আমাদিগকে যখন মরিতে হইবে, এবং আবার জন্মিতে হইবে, তখন আমাদের সেই পথে কাঁটা না ছড়াইয়া, ফুল ছড়ান কি উচিত নহে? মরণের পর যখন আবার জন্ম লইতেই হইবে, তখন সেই জন্মের জন্য এখন হইতে আয়োজন করাই

কর্ত্তব্য। পিতৃযানই যদি আমাদের গন্তব্য পথ হয়, তাহা হইলে, সে পথে যাইবার সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই করিতে হয়। তাই বলিতেছি, লোকহিতে, সমাজহিতে ও দেশ-হিতের জন্য আইস; আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনটুকু উৎসর্গ করি। দেখ, আমাদের মধ্যে কত লোক রোগে, শোকে, অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া আছে, যদি আমরা তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, চক্ষের জল মুছাইতে পারি ও তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা আমাদের পথের কিছু সঞ্চয় করিয়া লইতে পারিব। সেইরূপ আমাদের সমাজের কল্যাণে, যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহা হইলে, আমাদের সঞ্চয় আরও বাড়িয়া যাইবে। কন্যাপণে, কুশিক্ষায় ও কুসংস্কারে আমাদের সমাজ অধঃ-পাতে যাইতে বসিয়াছে, যদি আমরা তাহার কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারি, তাহা

হইলে, অনেক পরিমাণে তাহার কল্যাণ সাধিত হইবে। দেশের যে কত অভাব রহি-য়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন স্থানে জলকষ্ট কোন স্থানে অন্নকষ্ট, কোনস্থানে দারিদ্র্যের তাড়না, আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি। সেই সেই স্থানে বাপী, কূপাদির প্রতিষ্ঠা এবং দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য নিবারণের উপায় যদি কিছু করিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা অনেক সঞ্চয় করিয়া, নির্ভয়ে আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিব। দেশের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, তাহার কল্যাণের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য আইস, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনতরীখানিকে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দেই। যাহাকে পারিব, তাহাকেই তরীতে উঠাইয়া লইব। আইস ভাই, আমরা মরণের ভয়কে দূরে পরিহার করি এবং এ জন্মে জীবনের সার্থকতা করিয়া যাই। লোকহিত, সমাজহিত, দেশহিত

এই ব্রত গ্রহণ করিয়া, যদি আমরা তাহা শেষ করিতে না পারি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা যখন আবার আসিব, তখন এক জন্মে যাহা শেষ করিতে না পারিব, পরজন্মে তাহার জন্য আবার চেষ্টা করিব, সে জন্মে না পারি, তাহার পরেও ছাড়িব না। যতদিন কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইবে, ততদিনই তাহার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিব। দিন, মাস, বৎসরের ন্যায় জন্মজন্মান্তরকে মনে করিয়া, আমরা কর্ম্মেরই সেবা করিব এবং এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেই বারবার আসিতে থাকিব। ভারতবর্ষেই আসিব কেন, তাহা বলিতেছি শুন?

লোকহিতে, সমাজহিতে, দেশহিতেই যদি আমাদের জীবন-তরণীকে কর্ম্মস্রোতে ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে, সম্পূর্ণ মানুষ হইয়াই জন্মিতে হইবে। সেই সম্পূর্ণ মানুষ ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে এবং ইহাই

কর্ম্মভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন স্বর্গের ছায়া ভারত ভিন্ন আর কোথায় আছে? পারিজাত, মন্দাকিনীর তুলনা ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও দেখিতে পাও কি? তাই বলি, এমন পর্ব্বত, এমন সমুদ্র, এমন নদী ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইব কেন? যেখানে ভারে ভারে শস্য, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল, লতায় লতায় ফুল, তাহা ছাড়িয়া মরুভূমি আশ্রয় করিতে যাইব কেন? দেবতারা যাহার মহিমা গান করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞান ও কর্ম্মের লীলাক্ষেত্র,স্বর্গাপবর্গের নিদান ছাড়িয়া, আমরা কি আর কোথায়ও জন্মিতে পারি? জাহ্নবী যমুনার পীযূষপানে যাহারা মর হইয়াও অমর, তুষারধবল হিমালয়ের ক্রোড়দেশে যাহারা লালিত, নীলসমুদ্রের তরঙ্গচুম্বনে যাহারা শিহরিত, বল দেখি ভাই, তাহাদের আর কোন্ দেশে জন্মিতে সাধ হয়? সেইজন্য বলিতেছি, আমরা যখন ফিরিয়া আসিব, তখন

আবার এই ভারতবর্ষেই আসিব। আমাদের যদি সেই আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমরা আবার আমাদের পিতৃপিতামহদিগের লীলাভূমি এই ভারত-বর্ষেই জন্মগ্রহণ করিব। আর যদি চন্দ্রলোক-চ্যুত হইয়া, আমরা শস্যস্তবকেই প্রবেশ করি, তাহা হইলে, যাহার মাঠে মাঠে সোনার বরণ ধান আলো করিয়া থাকে, যাহার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আরও কত শস্য শ্যামলতার ঢেউ খেলায়, যাহার ফলফুলে দেবতারাও মোহিত, সেই 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমিতেই ত আমরা আসিব। কত বঙ্গগৃহলক্ষ্মী আবার আমাদিগকে কোলে লইয়া বসিবেন, আমরা আবার গঙ্গার তটে তটে খেলিয়া বেড়াইব, এবং আবার কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে আরম্ভ করিব।

এখন বল দেখি ভাই, মরিতে ভয় হয়? না আনন্দ হয়? মরণ আমাদের উন্নতির দ্বার

খুলিয়া দেয়? না রোধ করিয়া বসে? একবার মনে কর দেখি, মরণ যখন আমাদের জন্ম জন্মান্তরের পথ খুলিয়া দেয়, তখন তাহাকে ভয় করিব কেন? যে মরণের পর আমরা আবার আমাদের ভারতমাতার, বঙ্গমাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিব, সে মরণের প্রতি বিদ্বেষ করি কেন? তাই বলি, মরণের ভয় করিও না। পরজন্মের মনোহর চিত্র মনে আঁকিয়া এ জন্মের কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হও। কর্ত্তব্য শেষ করিতে না পারিলে, আবার আসিয়া, তাহা শেষ করিতে চেষ্টা করিব এই আশায় চিত্তকে উৎফুল্ল করিয়া তুল। আবার ভারতজননী, বঙ্গজননীর ক্রোড় অধিকার করিয়া বসিব। আবার জাহ্নবী-যমুনার পীযূষপানে বিভোর হইব। আবার লোকহিতে, সমাজহিতে, দেশহিতে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিব, এই কথা মনে করিতে করিতে মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য

প্রস্তুত হও; দেখিবে মরণের ভয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। জন্মজন্মান্তরের মনোহর চিত্র যাহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়, তাহারা কি মরণকে ভয় করিতে পারে? আর তাহাদের নিকট মরণের পর কিছুই নাই, বা থাকিলেও তাহারা আর আসিবে না একথা ভাল লাগে কি? আশা, আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরসহচরী, সেই আশা আকাঙ্ক্ষায় নির্ভর করিয়া পরজন্মের চিত্র মনে আঁকিয়া লও। তাহা হইলে আর মরণের ভয়ে অভিভূত হইতে হইবে না।